দানিয়েলের বই - সংখ্যা একশ আশি

রোম, মাক্কাবীয়রা ও আধুনিক যুগের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক মিলনস্থল: দানিয়েলের দর্শনসমূহ নিয়ে একটি অধ্যয়ন

Jeff Pippenger
2024-04-10

উরিয়াহ স্মিথ লিখেছিলেন, “ঈশ্বরের জনগণ ইহুদিদের সঙ্গে জোটের মাধ্যমে রোমের সংযোগ স্থাপিত হয়, খ্রিস্টপূর্ব ১৬২ সালে।” অধিকাংশ আধুনিক ঐতিহাসিক এই তারিখটি খ্রিস্টপূর্ব ১৬১ সাল হিসেবে নির্ধারণ করেন, এবং স্মিথ একই গ্রন্থে দুইবার খ্রিস্টপূর্ব ১৬১ সালের উল্লেখও করেছেন। আমার ধারণা, খ্রিস্টপূর্ব ১৬২ সালের এই উল্লেখটি একটি মুদ্রণপ্রমাদ।

> “২৩ ও ২৪ পদে এসে আমাদের ইহুদিদের ও রোমানদের মধ্যকার জোটের—খ্রিষ্টপূর্ব ১৬১ সালের—এই পার্শ্বে, সেই সময়ে নামিয়ে আনা হয়েছে, যখন রোম সর্বজনীন আধিপত্য অর্জন করেছিল।” — Uriah Smith, Daniel and the Revelation, 273.

এগারো ও বারো নম্বর পদ রাফিয়ার যুদ্ধের বিজয় ও পরবর্তী পরিণতি উল্লেখ করে, যা খ্রিস্টপূর্ব ২১৭ সালে মহান অ্যান্টিওকাস তৃতীয়ের নেতৃত্বাধীন সেলিউসিদ সাম্রাজ্য এবং রাজা টলেমি চতুর্থ ফিলোপাতরের নেতৃত্বাধীন মিশরের টলেমীয় রাজ্যের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল।

পানিয়ামের যুদ্ধ, যা সতেরো বছর পরে খ্রিস্টপূর্ব ২০০ সালে ঘটেছিল, আবারও সেলিউসিড রাজ্য ও প্টলেমীয় রাজ্যের মধ্যে হয়েছিল।

মাক্কাবীয় বিদ্রোহ খ্রিষ্টপূর্ব ১৬৭ সালে শুরু হয়েছিল এবং এটি ছিল সেলিউসিড সাম্রাজ্যের পক্ষ থেকে ইহুদি ধর্মীয় অনুশীলন দমন ও গ্রিক সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ইহুদিদের বিদ্রোহ।

জেরুজালেমের দ্বিতীয় মন্দিরের পুনঃউৎসর্গ, যে ঘটনাটিই হানুক্কার সময় স্মরণ ও উদযাপিত হয়, ঘটেছিল খ্রিস্টপূর্ব ১৬৪ সালে, তেইশ নম্বর পদের "league"-এর তিন বছর আগে। এই ঘটনাটি কুখ্যাত অ্যান্টিওকাস চতুর্থ এপিফানিসের নেতৃত্বাধীন সেলিউসিড সাম্রাজ্যের বাহিনীর বিরুদ্ধে ম্যাকাবীয়দের সফল সামরিক অভিযানের পর ঘটে; তিনিই মন্দির অপবিত্র করেছিলেন এবং ইহুদি ধর্মীয় অনুশীলন নিষিদ্ধ করেছিলেন। হানুক্কায় যে বিজয় স্মরণ করা হয়, তার কিছুদিন পরই অ্যান্টিওকাস চতুর্থ এপিফানিস মারা যান, এবং তার মৃত্যু ইতিহাসে সেই সময় থেকে সিরীয় শক্তির অধোগতি চিহ্নিত করে।

খ্রিস্টপূর্ব ২০০ সালে (যে সময় পানিয়ামের যুদ্ধও সংঘটিত হয়েছিল), রোম প্রথমবারের মতো দানিয়েল পুস্তকের একাদশ অধ্যায়ের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসে নিজেকে যুক্ত করে। সেখানেই রয়েছে সেই প্রতীক, যা দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করে। সে ইতিহাসে তার উদ্দেশ্যপূর্ণ প্রভাব ইজেবেলের কাজকে চিহ্নিত করে—ইজেবেল এমন এক গির্জার প্রতীক, যা পর্দার আড়াল থেকে কৌশলে নিয়ন্ত্রণ করে। যখন তাঁর স্বামী আহাব এলিয়াহের হাতে তাঁর নবীদের নিহত হতে দেখেছিলেন, তখন ইজেবেল সামারিয়ায় বাড়িতেই ছিলেন। হেরোদিয়াস ছিলেন না হেরোদ-এর জন্মদিনের ভোজে, যেখানে তাঁর কন্যা সালোমে

হেরোদকে প্রলুব্ধ করেছিল। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে, টাইরের বেশ্যার মাধ্যমে প্রতীকায়িত পোপতন্ত্র প্রতীকী সত্তর বছর শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিস্মৃত থাকে। তারপর সে পৃথিবীর রাজাদের উদ্দেশে তার প্রতারণার গান গাইতে শুরু করে। খ্রিস্টপূর্ব ২০০ সালটি সেই সময়ের প্রতিরূপ, যখন শেষকালে, শিগগির আগত রবিবার-আইনের ঠিক আগে, সে রাজাদের উদ্দেশে প্রকাশ্যে গান গাইতে শুরু করে, যেমনটা ষোড়শ পদে প্রতিফলিত হয়েছে।

খ্রিস্টপূর্ব ১৬১ থেকে ১৫৮ সালের মধ্যে ইহুদিদের "জোট" হওয়ার আগে, মাকাবীয়রা মন্দির পুনঃউৎসর্গ করেছিল, যা খ্রিস্টপূর্ব ১৬৪ সালে হনুক্কা উৎসবে স্মরণ করা হয়। তারপর তিন বছর পরে, সিরীয়দের সঙ্গে চলমান সংগ্রামের মধ্যেই, মাকাবীয় ইহুদিরা সহায়তার জন্য রোমের সাথে যোগাযোগ করল। তখন রোমের সাথে যে "জোট" গঠিত হয়, তা ঈশ্বরের অন্তিম দিনের ভবিষ্যদ্বাণীর শিক্ষার্থীদের জন্য একটি ভাববাদী পরীক্ষা হয়ে দাঁড়ায়।

ইতিহাস ১৬১ খ্রিস্টপূর্বাব্দকে সেই সময় হিসেবে চিহ্নিত করে যখন 'লীগ'টি সংঘটিত হয়েছিল, কিন্তু অগ্রদূতরা সেটিকে ১৫৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ঘটেছে বলে চিহ্নিত করেন। মিলার ঠিক ছিলেন, নাকি আধুনিক ইতিহাসবিদরাই ঠিক? মিলার ১৫৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ছয়শো ছেষট্টি (৬৬৬) বছর যোগ করে খ্রিস্টাব্দ ৫০৮ সালে পৌঁছালেন, যখন 'the daily' অপসারিত হয়েছিল। আপনি যতই অনুসন্ধান করুন না কেন, ১৫৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দকে ইহুদিদের ও রোমানদের মধ্যে 'লীগ' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার মতো ঐতিহাসিক সমর্থন খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত কঠিন হবে, না হলে কার্যত অসম্ভব।

ষোড়শ পদটি হল রবিবারের আইন; কিন্তু তার পূর্বে দর্শনটি স্থাপন করার জন্য খ্রিস্টপূর্ব ২০০ সালে রোম ইতিহাসে প্রবেশ করে। মাক্কাবীয় বিদ্রোহ খ্রিস্টপূর্ব ১৬৭ সালে মোদিইনে শুরু হয়, এবং পরবর্তীকালে তারা খ্রিস্টপূর্ব ১৬৪ সালে মন্দিরটি পুনরায় উৎসর্গ করে। তারপর খ্রিস্টপূর্ব ১৬১ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১৫৮ সাল পর্যন্ত, ইহুদিরা রোমীয় শক্তির সঙ্গে এক চুক্তিতে প্রবেশ করে। খ্রিস্টপূর্ব ১৬১ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১৫৮ পর্যন্ত একটি সময়কালকে নির্দেশ করে, যা "league" প্রতিষ্ঠার জন্য আবশ্যক ছিল। এই উপলব্ধি ইতিহাসবিদদের সাক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে "league"-কে সনাক্ত করে, এবং সেইসঙ্গে সেই চার্টের সঙ্গেও, যা প্রভুর হস্ত দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল এবং যা পরিবর্তন করা উচিত নয়।

ইতিহাসবিদরা জানান যে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে জুডিয়া ও রোমের মতো প্রাচীন রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে চুক্তি আলোচনার প্রক্রিয়া নির্দিষ্ট পরিস্থিতি, কূটনৈতিক আচারবিধি ও ক্ষমতার সমীকরণের ওপর নির্ভর করত, এবং তাই এতে ভিন্নতা দেখা যেত। সাধারণত, এক পক্ষ অন্য পক্ষের সঙ্গে চুক্তি বা জোট স্থাপনে আগ্রহ প্রকাশের মাধ্যমে প্রক্রিয়াটি শুরু হতো। জুডিয়া ও রোমের ক্ষেত্রে, আনুষ্ঠানিক জোটের প্রস্তাব দিতে জুডিয়া রোমের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছিল।

প্রস্তাবটি পৌঁছে দিতে এবং আলোচনার সূচনা করতে কূটনৈতিক মাধ্যম ব্যবহার করা হত। এতে রোমে তাদের নেতা বা প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য রাষ্ট্রদূত বা দূত পাঠানো আবশ্যক ছিল। আলোচনা শুরু হলে, উভয় পক্ষ প্রস্তাবিত চুক্তির শর্তাবলি নিয়ে আলোচনা করত। এতে ধারাবাহিক বৈঠক, কূটনৈতিক বার্তা বিনিময়, এবং আলোচনাকে সহজতর করতে মধ্যস্থতাকারী বা সালিসের সম্পৃক্ততাও থাকতে পারত। আলোচনার সময়, প্রতিটি পক্ষ অপর পক্ষের প্রস্তাবিত শর্তাবলি বিবেচনা করত এবং পাল্টা প্রস্তাব দিতে পারত বা কিছু শর্তে সংশোধন চাইতে পারত। এই প্রক্রিয়ায় সতর্ক বিবেচনা, উপদেষ্টাদের

সঙ্গে পরামর্শ, এবং প্রস্তাবিত চুক্তির সম্ভাব্য সুফল ও কুফলের মূল্যায়ন অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারত।

চুক্তির শর্তাবলি নিয়ে উভয় পক্ষ একমত হলে, উভয় পক্ষের সম্মত শর্ত ও বিধান বর্ণনা করে আনুষ্ঠানিক নথিপত্র প্রস্তুত করা হতো। এরপর চুক্তিটিকে প্রত্যেক জাতির নিজ নিজ কর্তৃপক্ষের দ্বারা অনুসমর্থিত হতে হতো। রোমের ক্ষেত্রে, এতে সিনেট বা অন্যান্য শাসনসংস্থার অনুমোদন জড়িত থাকতে পারত। তদ্রূপ, যিহূদায় চুক্তিটির জন্য তার নেতৃত্ব বা শাসন পরিষদের অনুমোদন সম্ভবত প্রয়োজন হতো। অনুসমর্থনের পর চুক্তিটি বাস্তবায়িত করা হতো, এবং উভয় পক্ষের কাছ থেকে তার শর্তাবলি মেনে চলার প্রত্যাশা করা হতো। এতে চুক্তিতে বর্ণিত বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা, পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তি, বাণিজ্যিক সম্পর্ক, কিংবা অন্যান্য কূটনৈতিক সম্পৃক্ততা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

খ্রিস্টপূর্বাব্দের দ্বিতীয় শতকে, জুদিয়া (পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে অবস্থিত) থেকে রোমে (মধ্য ইতালিতে অবস্থিত) ভ্রমণ করা প্রাচীন পরিবহন পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় একটি কঠিন ও সময়সাপেক্ষ উদ্যোগ ছিল। জুদিয়া ও রোমের মধ্যে দূরত্ব নির্দিষ্ট পথের ওপর নির্ভর করে আনুমানিক 1,500 থেকে 2,000 কিলোমিটার (930 থেকে 1,240 মাইল)। প্রাচীনকালে সমুদ্রপথে ভ্রমণ স্থলপথের তুলনায় প্রায়শই দ্রুত ও বেশি কার্যকর ছিল, তবে সমুদ্রযাত্রা প্রচলিত বায়ুপ্রবাহের ওপর নির্ভরশীল ছিল। জুদিয়ার কোনো বন্দর থেকে ইতালির কোনো বন্দরে (যেমন রোমের বন্দর অস্টিয়া) জাহাজে যেতে বাতাসের অবস্থা, সাগরের স্রোত এবং ব্যবহৃত নৌযানের ধরনের মতো বিষয়গুলোর ওপর নির্ভর করে কয়েক সপ্তাহ সময় লাগতে পারত।

জুদিয়া থেকে রোম পর্যন্ত স্থলপথে যাত্রা আরও ধীর ও কষ্টকর হতো। ভ্রমণকারীদের পাহাড়, উপত্যকা ও নদীসহ নানা ধরনের ভূপ্রকৃতি অতিক্রম করতে হতো এবং দস্যু ও শত্রুভাবাপন্ন অঞ্চলগুলোর মতো বাধার মোকাবিলা করতে হতো। অনুমান করা হয়, পায়ে হেঁটে বা ঘোড়ায় টানা গাড়িতে এ পথে যেতে কয়েক মাস লাগতে পারে। ভ্রমণের সময় আরও নির্ভর করত সড়কের অবস্থা, পথিমধ্যে আবাসন ও বিশ্রামস্থলের প্রাপ্যতা, এবং পথে বিশ্রাম নেওয়া ও পুনরায় সরবরাহ সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তার ওপর।

যখন ম্যাকাবীয় ইহুদিরা রোমের সঙ্গে একটি মৈত্রীচুক্তি করার চেষ্টা করছিল, তখন তাদের রোমে দূত পাঠানো প্রয়োজন হতো। ঐ দূতদের রোমীয় কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করার পর আলোচনার একটি সময়কাল থাকত। ঐতিহাসিক তত্ত্ব অনুযায়ী, কারণ সুনির্দিষ্ট কোনো দলিল উপলব্ধ নেই, একবার কোনো চুক্তি আনুষ্ঠানিক হয়ে গেলে তা অনুমোদনের জন্য জুদিয়ায় নিয়ে যেতে হতো, এবং তারপর সম্ভবত ইহুদিদের স্বীকৃতি নিশ্চিত করতে সেটি আবার রোমে ফিরিয়ে নিতে হতো। সেই সময়ে এ ধরনের জোট গঠনের প্রক্রিয়া এক বছরের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে—এটা বিশ্বাস করা প্রায় অসম্ভব; তাই “league” ১৬১ খ্রিষ্টপূর্ব থেকে ১৫৮ খ্রিষ্টপূর্ব পর্যন্ত একটি প্রক্রিয়াকেই নির্দেশ করে—এমন বোঝাপড়া, ষোলো নম্বর পদের রবিবারের আইনে পৌঁছায় এমন ইতিহাসকে শনাক্ত করে এমন ভবিষ্যদ্বাণীর অন্যান্য ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

একটি “জোট”, যা সকল ইতিহাসবিদের ঐকমত্য অনুযায়ী মাক্কাবীয় ইহুদিদের দ্বারাই সূচিত হয়েছিল, খ্রিষ্টপূর্ব ১৬১ সালে যিহূদিয়ায় শুরু হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, ইহুদিরা সিরীয়দের বিরুদ্ধে সমর্থন চেয়েছিল, যাদের সঙ্গে তারা খ্রিষ্টপূর্ব ১৬৭ সালে তাদের বিদ্রোহ শুরু

হওয়ার পর থেকেই সংগ্রাম করে আসছিল। এই বিদ্রোহের সূত্রপাত ঘটে এক ইহুদি যাজক মত্তাথিয়াস এবং তাঁর পাঁচ পুত্রের, বিশেষত যিহূদা মাক্কাবীর, সেই প্রচেষ্টার ফলে, যার দ্বারা তারা সেলেউকীয় শাসক অ্যান্টিওকাস চতুর্থ এপিফানিস আরোপিত হেলেনীয়করণ নীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। এই নীতিগুলোর মধ্যে ছিল ইহুদি ধর্মীয় অনুশীলন দমন করার প্রচেষ্টা এবং গ্রিক রীতিনীতি ও বিশ্বাস গ্রহণে বাধ্য করা।

বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ ছিল মোদেইন নামের গ্রামে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা, যেখানে মাতাথিয়াস একটি গ্রিক দেবতার উদ্দেশে বলি প্রদান করার ফরমান মানতে অস্বীকার করেন। "মোদেইন" নামটি হিব্রু শব্দ "মোদি'আ" থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ "ঘোষণা করা" বা "প্রতিবাদ করা"। নিজের প্রতিবাদে, মাতাথিয়াস সেই বলি দিতে উদ্যত এক ইহুদি ধর্মত্যাগীকে হত্যা করেন, এবং তিনিও তাঁর পুত্ররা পাহাড়ে পালিয়ে যান; সেখান থেকেই তারা সেলেউসিড বাহিনীর বিরুদ্ধে এক গেরিলা যুদ্ধ অভিযান শুরু করেন। ম্যাকাবীয় বিদ্রোহ কয়েক বছর ধরে স্থায়ী ছিল; এ সময় ম্যাকাবীয়রা সেলেউসিডদের এবং তাদের মিত্রদের বিরুদ্ধে বহু যুদ্ধে লিপ্ত হয়। সংখ্যায় ও অস্ত্রে ভীষণভাবে পিছিয়ে থাকা সত্ত্বেও, ম্যাকাবীয়রা বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিজয় অর্জন করে।

সেলেউসিড সাম্রাজ্য ইহুদিদের উপর গ্রীসের ধর্ম চাপিয়ে দিতে সচেষ্ট ছিল, এবং গ্রীকেরা অন্তিম দিনের বিশ্ববাদীদের প্রতিনিধিত্ব করে। তাদের ধর্ম সেই 'ওয়োক-ইজম'-এ প্রকাশিত, যা বর্তমানে ব্যাংকিং ব্যবস্থার, মূলধারার গণমাধ্যমের, শিক্ষাকেন্দ্রসমূহের বিশ্ববাদী শক্তিগুলোর দ্বারা, এবং অবৈধ বিদেশিদের জোরপূর্বক অভিবাসনের মাধ্যমে জাতীয় স্বাতন্ত্র্যসমূহ ভেঙে ফেলার প্রক্রিয়ার দ্বারা, যুক্তরাষ্ট্র ও বিশ্বের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যখন অ্যান্টিওখাস এপিফানেস ইহুদিদের উপর গ্রীক ধর্ম চাপিয়ে দিচ্ছিল, তখন এমন কিছু ইহুদি ছিল যারা তার এই প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করছিল। মাক্কাবিরা ধর্মত্যাগী ইহুদিদের এক শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করে, যারা গ্রীসের ধর্মের বিরোধিতা করছিল; কিন্তু ধর্মত্যাগী ইহুদিদের আরেকটি শ্রেণিও ছিল, যারা গ্রীক ধর্ম বলবৎ করার কার্যকে সমর্থন করছিল।

ষোড়শ পদটি শীঘ্রই আসতে চলা রবিবারের আইন এবং ড্রাগন, পশু ও মিথ্যা নবীর ত্রিবিধ জোটকে নির্দেশ করে। সেই ইতিহাসটির আগে রয়েছে তেরো থেকে পনেরো নম্বর পদ, যেখানে চল্লিশ নম্বর পদের তিনটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়: দশ নম্বর পদে (১৯৮৯), এগারো ও বারো নম্বর পদে (ইউক্রেনীয় যুদ্ধ), এবং পানিয়ামের যুদ্ধ। পানিয়ামের যুদ্ধ এমন এক সংঘাতকে উপস্থাপন করে, যেখানে দুই শিংযুক্ত পৃথিবীর পশু বিশ্বায়নপন্থীর ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দর্শনের উপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে।

সেই যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের শেষ প্রেসিডেন্টকে একাদশ ও দ্বাদশ পদের বর্ণনায় উল্লেখিত পুতিনের বিজয় এবং পরবর্তী পতনের পরিণতির মোকাবিলা করতে হবে। রাশিয়ার ধস থেকে সৃষ্ট অভিঘাত সামাল দিতে তিনি ন্যাটো বা জাতিসংঘের সঙ্গে একটি জোট গড়বেন, এবং সেই জোটের ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় তিনি পানিয়ামের যুদ্ধে জাতিসংঘকে সম্পৃক্ত করবেন। চল্লিশ নম্বর পদের তৃতীয় যুদ্ধটি হবে চল্লিশ নম্বর পদের প্রথম যুদ্ধের মতোই। যেমন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তির চাপে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে পড়েছিল, তেমনই জাতিসংঘের বৈশ্বিকতাবাদীরা 'পেরেস্ত্রোইকা'—সোভিয়েত ইউনিয়নকে সংস্কার করার গর্বাচেভের প্রচেষ্টার একটি প্রধান উপাদান—পুনরাবৃত্তি করতে বাধ্য হবে, যদিও তা শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত ব্যবস্থার অবক্ষয় এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের চূড়ান্ত বিলুপ্তিতে অবদান রেখেছিল।

তৃতীয় যুদ্ধটি প্রথম যুদ্ধ দ্বারা চিত্রিত হয়েছে, এবং অর্থনৈতিক ও সামরিক চাপের মাধ্যমে রেগ্যান দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত ট্রাম্প জাতিসংঘকে "perestroika"—যার অর্থ পুনর্গঠন বা সংস্কার—তে বাধ্য করবে। এই পুনর্গঠন জাতিসংঘ নামে পরিচিত 'দশ রাজাদের' ব্যবস্থার শীর্ষে যুক্তরাষ্ট্রকে বসাবে। লড়াইয়ের পর পোপতন্ত্র ইতিহাসের মঞ্চে আত্মপ্রকাশ করবে, দাবি করবে যে ট্রাম্প তখন যে ব্যবস্থাকে জয় করছে, তারই রক্ষক সে।

সেই একই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ট্রাম্পকে এমন এক অভ্যন্তরীণ গৃহযুদ্ধের মুখোমুখি হতে হবে, যা মোকাবিলা করতে তিনি বাধ্য হবেন, যেমনটি আব্রাহাম লিংকনকে করতে হয়েছিল। গৃহযুদ্ধটি হবে যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরের দুই বিপরীতমুখী ধর্মচ্যুত গোষ্ঠীর মধ্যে। এক শ্রেণি প্রতিনিধিত্ব করে তাদেরকে, যারা ওকবাদের ধর্ম ও দর্শন গ্রহণ করেছে; তারা উভয় রাজনৈতিক দলের অগ্রগতিবাদী বিশ্বায়নপন্থী। অন্য শ্রেণি (ম্যাগাবাদ) নিজেদের সত্যিকারের প্রোটেস্ট্যান্ট বলে দাবি করে, যদিও তারা সেই মর্যাদা ১৮৪৪ সালে হারিয়েছিল।

রাষ্ট্রপতির শিবির মাগা-বাদ দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়, এবং তা প্রকৃত প্রোটেস্ট্যান্টবাদ ও সংবিধানকে সমুন্নত রাখার ভ্রান্ত দাবির ওপর ভিত্তি করে। ওয়োক-বাদ-এর দাবি হলো মা পৃথিবীর ধর্ম, নিউ এজ, এবং এই বিশ্বাস যে সংবিধান প্রয়োগ করা হয় সমাজের মানদণ্ডের বিদ্যমান পরিস্থিতি অনুযায়ী, প্রতিষ্ঠাতা পিতাদের সেকেলে ধারণা অনুযায়ী নয়।

মাত্তাথিয়াস (ট্রাম্প) যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে গ্লোবালিস্ট-প্রগতিশীল ডেমোক্র্যাটদের প্রচেষ্টার অবসান ঘটাবেন, যা ১৬৭ খ্রিষ্টপূর্বে মোদিইনে শুরু হওয়া বিদ্রোহ দ্বারা প্রতীকায়িত। এরপর ট্রাম্প ১৬৪ খ্রিষ্টপূর্বের ইতিহাস পুনরাবৃত্তি করবেন, যখন মাক্কাবীয়রা মন্দির পুনঃউৎসর্গ করেছিলেন, যা হানুক্কা পালনের মাধ্যমে স্মরণ করা হয়। তারপর ১৬১ থেকে ১৫৮ খ্রিষ্টপূর্বের প্রতীকী সময়পর্বে, ট্রাম্প পোপতন্ত্রের মূর্তি স্থাপনের চূড়ান্ত উদ্যোগ শুরু করবেন—যা ধর্মীয় ক্ষমতা ও রাজনৈতিক ক্ষমতার মধ্যে এক অবৈধ সম্পর্ককে চিহ্নিত করে এমন এক প্রতিমা। ১৫৮ খ্রিষ্টপূর্বে সেই জোট বাস্তবায়িত হবে, যখন ষোড়শ পদে উল্লিখিত শীঘ্র-আসন্ন রবিবারের আইন কার্যকর করা হবে।

দানিয়েল গ্রন্থের একাদশ অধ্যায় প্রথমে দেখায় যে রোম কীভাবে রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতা দখল করে, এবং তারপর দানিয়েল একই ইতিহাসকে পুনরায় উপস্থাপন ও বিস্তৃত করেন একটি ধারাবর্ণনায়, যেখানে দেখানো হয়েছে যে সেই একই ইতিহাসে রোম ঈশ্বরের লোকদের সঙ্গে কীভাবে আচরণ করে। ষোড়শ পদ থেকে ঊনবিংশ পদ পর্যন্ত পৌত্তলিক রোমের বিশ্বে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পথে তিনটি বাধা চিত্রিত হয়েছে। ষোড়শ পদে বলা হয়েছে, খ্রিস্টপূর্ব ৬৫ সালে পৌত্তলিক রোম সিরিয়াকে জয় করে, এবং পরে খ্রিস্টপূর্ব ৬৩ সালে পম্পেয় জুদেয়াকে জয় করে। ষোড়শ পদে আরও চিহ্নিত করা হয়েছে কখন রোম গৌরবময় দেশে অবস্থান নেবে, এবং এর মাধ্যমে একই অধ্যায়ের একচল্লিশতম পদের রবিবারের আইনের প্রতিরূপ দেখানো হয়েছে।

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই দখলের ঘটনাটি খ্রিস্টপূর্ব ৬৩ সালে [১৮৬৩-এর সমান্তরাল], যিরূশালেমের ভেতরে চলমান একটি গৃহযুদ্ধের মাঝখানে ঘটেছিল। উরিয়াহ স্মিথ বলেছেন, "পন্টুসের রাজা মিথ্রিদাতেসের বিরুদ্ধে অভিযানের পর পম্পেই ফিরে আসার সময়, দুই প্রতিদ্বন্দ্বী, হিরকানুস ও অ্যারিস্টোবুলাস, যিহূদার সিংহাসনের জন্য লড়াই করছিল।"

“হির্কানুস” এবং “এরিস্টোবুলুস” — উভয় নামই গ্রিক উৎসজাত এবং বিশেষত হেলেনীয় যুগ ও হাসমোনীয় রাজবংশের সময়কার ইহুদি ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে। “হির্কানুস” নামটি গ্রিক শব্দ “হুরকানোস” থেকে উদ্ভূত, যা সম্ভবত পারসিক ভাষার “হুরকান” শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ “নেকড়ে”। হির্কানুস ছিল এমন একটি নাম, যা একাধিক হাসমোনীয় শাসক বহন করেছিলেন। “এরিস্টোবুলুস” অর্থ “সর্বোত্তম পরামর্শদাতা” বা “সর্বোত্তম উপদেষ্টা”। এরিস্টোবুলুসও এমন আরেকটি নাম, যা একাধিক হাসমোনীয় শাসক বহন করেছিলেন। “হির্কানুস” এবং “এরিস্টোবুলুস” — উভয়েই হাসমোনীয় যুগে ইহুদি ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নাম। তাঁরা ছিলেন এমন শাসক, যারা যিহূদিয়ায় হাসমোনীয় রাজ্যের শাসন ও বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। খ্রিস্টের সময়ে হাসমোনীয় রাজ্যের ভাববাণীমূলক বংশধর ও প্রতিনিধিরা ছিল ফারিসীরা।

পম্পেই যখন জেরুজালেম জয় করেছিলেন, তখন দুটি রাজনৈতিক দলই তাদের উৎপত্তি খুঁজে পেতে খ্রিস্টপূর্ব ১৬৭ সালে মোদিইনে সূচিত সেই বিদ্রোহের সময়ে। পম্পেই একবার বিদ্রোহে জড়িয়ে পড়তেই, তিনি জেরুজালেম দখল করার সংকল্প করেন; অ্যারিস্টোবুলাসের রাজনৈতিক দল তাকে প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত নেয়, কিন্তু হিরকানুসের দল পম্পেইয়ের জন্য নগরের ফটক খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এরপর পম্পেই জেরুজালেমের ওপর আক্রমণ চালান, এবং তিন মাস পর জেরুজালেম চিরতরে রোমের কর্তৃত্বাধীন হয়ে যায়।

উনবিংশ পদে এসে রোম তৃতীয় ও শেষ প্রতিবন্ধক মিশরকে দখল করে। তারপর বিংশ পদে, দানিয়েলে যখন ঐ ইতিহাসে রোম ঈশ্বরের লোকদের সঙ্গে কীভাবে আচরণ করবে তা উপস্থাপন করতে শুরু করেন, তখন খ্রিষ্টের জন্মকে চিহ্নিত করা হয়েছে। একুশ ও বাইশ পদে খ্রিষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হন। তেইশ পদে, খ্রিস্টপূর্ব ১৬১ থেকে ১৫৮ সালের মধ্যে শুরু হওয়া সেই জোটটির উল্লেখ করা হয়েছে— ঠিক ক্রুশের কথা বর্ণনা করা পদগুলোর অব্যবিলম্বে পরে, যেখানে ধর্মত্যাগী ইহুদিরা ঘোষণা করেছিল, ‘আমাদের রাজা নেই, সিজার ছাড়া।’ ক্রুশের ইতিহাসকে শনাক্ত করা সেই পদের পরেই ধর্মত্যাগী ইহুদিদের ধারার উল্লেখ আসে, যা মাক্কাবীয়দের দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত— যারা গ্রিক ধর্মীয় দর্শনের অনুপ্রবেশে প্রতিরোধ করেছিল এবং তা করতে গিয়ে রোমের সঙ্গে এক অপবিত্র সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল; এবং সেই ক্রুশের ইতিহাসেই তাদের অপবিত্র সম্পর্কের ফল সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পায়।

সত্তর বছরের বন্দিদশার পর যে মন্দির নির্মিত হয়েছিল, সেখানে শেখিনাহ আর কখনও ফিরে আসেনি। শেষ ভাববাদী সাক্ষ্য, যা মালাখি ঘোষণা করেছিলেন, দেওয়া হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগের দিকে। মাকাবীয়রা বিশ্বায়নবাদী গ্রিক প্রভাবের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর বহু শত বছর ধরেই ঈশ্বরের কোনো দৃশ্যমান উপস্থিতি ছিল না, কোনো ভাববাদী সাক্ষ্যও ছিল না। তাদের বিদ্রোহের সূচনায়, তারা ঠিক সেই একই বিদ্রোহই করেছিল, যা প্টোলেমি এবং রাজা উজ্জিয়াহ উভয়েই চেষ্টা করেছিলেন, যখন দুজন রাজাই পুরোহিতের ভূমিকা পালন করতে এবং মন্দিরে নিবেদন করতে চেয়েছিলেন।

যোনাথন আপ্ফুস (যিনি যোনাথন মাক্কাবিয়ুস নামেও পরিচিত), মত্তাথিয়াসের পুত্রদের একজন ছিলেন; মত্তাথিয়াসই মাক্কাবীয় বিদ্রোহের সূচনা করেছিলেন। সেলেউসীয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ইহুদি বিদ্রোহের নেতৃত্বদানে যোনাথন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর ভ্রাতা যিহূদা মাক্কাবীর যুদ্ধে মৃত্যুর পর, যোনাথন মাক্কাবীয় বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর সামরিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের পাশাপাশি, যোনাথন মহাযাজকের পদও গ্রহণ করেন এবং ইহুদি জাতির আধ্যাত্মিক নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন

করেন। নেতা ও মহাযাজক—এই দ্বৈত ভূমিকায় যোনাথনের অধিষ্ঠান ইহুদি ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ বিকাশ নির্দেশ করে, কারণ এর ফলে হাস্মোনীয় রাজবংশের মধ্যে রাজনৈতিক ও ধর্মীয়—উভয় কর্তৃত্বই সুসংহত হয়। তাঁর নেতৃত্ব ইহুদি স্বায়ত্তশাসনকে সুদৃঢ় করতে এবং যিহূদিয়ায় হাস্মোনীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করেছিল।

রাফিয়ার বিজয়ের পর টলেমি যে পাপ সংঘটিত করার চেষ্টা করেছিল, মাক্কাবীয়দের বিদ্রোহের একেবারে সূচনালগ্নেই সেই পাপ বাস্তবে সম্পন্ন হয়েছিল। এটি সেই একই পাপ, যার বিরুদ্ধে উজ্জিয় রাজের সময়ে যাজকেরা প্রতিরোধ করেছিল; কিন্তু ঈশ্বরের মন্দির-সেবার পক্ষে মাক্কাবীয়দের কথিত প্রতিরক্ষা ছিল মণ্ডলী ও রাষ্ট্রের সংমিশ্রণের এক ভ্রান্ত ও বিদ্রোহী প্রকাশ, এবং সেইরূপে এটি সেই ধর্মত্যাগী প্রোটেস্ট্যান্টবাদের বিদ্রোহের প্রতিরূপ, যা এখন বাইডেনের বৈশ্বিকতাবাদী woke-ism-এর অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে ট্রাম্পের সমর্থনে সমবেত হচ্ছে।

বাইবেল শিক্ষা দেয় যে, তোমরা তাদের ফল দ্বারা তাদের চিনবে; এবং খ্রিস্টের সময়কার ফরীশীরা ছিল মত্তাথিয়াসের দ্বারা সূচিত হাসমোনীয় রাজবংশের চূড়ান্ত অবশেষ। মত্তাথিয়াস, এবং তিনি যে বিদ্রোহের সূচনা করেছিলেন, তা ফরীশীবাদের ফল উৎপন্ন করেছিল; ঠিক তেমনি সেই ধর্মত্যাগী প্রোটেস্ট্যান্টরাও, যারা “Make America Great Again” ধারণাটিকে সমর্থন করছে। আমেরিকা মহান ছিল, যখন সংবিধানকে এই অর্থে বোঝা হতো যে, তা গির্জা ও রাষ্ট্রকে পরস্পর থেকে পৃথক রাখে; কিন্তু হনুক্কা উৎসব দ্বারা স্মরণীয় যে বিজয় দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত জাল অলৌকিকতার সময়ে, রবিবার-সংক্রান্ত আইনপ্রণয়নের আন্দোলন প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসবে।

আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে এই অধ্যয়ন অব্যাহত রাখব।

> এতদিন যারা তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তার সত্যসমূহ উপস্থাপন করেছেন, তাদেরকে প্রায়ই মাত্র আতঙ্কসৃষ্টিকারী হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। তাদের ভবিষ্যদ্বাণী—যুক্তরাষ্ট্রে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা প্রাধান্য লাভ করবে, চার্চ ও রাষ্ট্র একত্র হয়ে ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলি পালনকারীদের অত্যাচার করবে—ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক বলে ঘোষণা করা হয়েছে। দৃঢ়তার সাথে বলা হয়েছে যে এই দেশ কখনোই যা ছিল তার বাইরে অন্য কিছু হবে না—ধর্মীয় স্বাধীনতার রক্ষক। কিন্তু রবিবার পালনের বাধ্যবাধকতা আরোপের প্রশ্নটি যখন ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে, তখন এতদিন যে ঘটনাকে সন্দেহ ও অবিশ্বাস করা হয়েছে, সেটি ঘনিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে, এবং তৃতীয় বার্তা এমন এক প্রভাব সৃষ্টি করবে, যা আগে কখনো হতে পারত না।
>
> প্রতি যুগে ঈশ্বর জগতে যেমন, তেমনি গির্জার মধ্যেও পাপকে তিরস্কার করার জন্য তাঁর দাসদের পাঠিয়েছেন। কিন্তু লোকেরা চায় তাদেরকে মধুর কথা বলা হোক, আর খাঁটি, অলঙ্কারহীন সত্য গ্রহণযোগ্য নয়। বহু সংস্কারক, নিজেদের কাজ শুরু করার সময়, গির্জা ও জাতির পাপের বিরুদ্ধে কথা বলায় অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করার সংকল্প করেছিলেন। তাঁরা আশা করেছিলেন, খাঁটি খ্রিস্টীয় জীবনের উদাহরণের মাধ্যমে লোকদেরকে বাইবেলের শিক্ষায় ফিরিয়ে আনতে পারবেন। কিন্তু ঈশ্বরের আত্মা তাদের উপর এমনভাবে নেমে এল, যেমন তা এলিয়াহর উপর এসেছিল, যা তাঁকে এক অধার্মিক রাজা ও ধর্মত্যাগী জাতির পাপ তিরস্কার করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল; তারা বাইবেলের সরল বাণী—যে মতবাদগুলি উপস্থাপন করতে তারা ইতস্তত করছিল—সেগুলি প্রচার করা থেকে নিজেদের বিরত রাখতে পারল না। তারা উদ্যমের সঙ্গে সত্য এবং যে বিপদ আত্মাদের উপর মণ্ডরাচ্ছিল তা ঘোষণা করতে প্রণোদিত হল। প্রভু তাদের যে কথা দিয়েছিলেন,

তারা তা উচ্চারণ করেছিল, পরিণামের ভয় না করে, এবং লোকেরা সেই সতর্কবাণী শুনতে বাধ্য হয়েছিল।

এভাবেই তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তা প্রচারিত হবে। যখন এটি সর্বোচ্চ শক্তি নিয়ে দেওয়ার সময় আসবে, প্রভু নম্র জনদেরকে ব্যবহার করে কাজ করবেন, যারা নিজেদের তাঁর সেবায় উৎসর্গ করেন তাদের মনকে তিনি পরিচালিত করবেন। শ্রমিকরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণের চেয়ে তাঁর আত্মার অভিষেকে দ্বারা বেশি যোগ্যতা পাবে। বিশ্বাস ও প্রার্থনার মানুষরা পবিত্র উদ্দীপনা নিয়ে এগিয়ে যেতে বাধ্য হবে, ঈশ্বর যে বাক্য তাদের দেন, তা ঘোষণা করে। বাবিলনের পাপ উন্মোচিত হবে। নাগরিক কর্তৃপক্ষের দ্বারা গির্জার বিধি-বিধানের পালন বলপ্রয়োগে আরোপ করার ভয়াবহ পরিণতি, আধ্যাত্মবাদের অনুপ্রবেশ, পোপীয় ক্ষমতার গোপন কিন্তু দ্রুত অগ্রগতি—সবকিছুই উন্মোচিত হবে। এই গম্ভীর সতর্কবাণীগুলিতে মানুষ আন্দোলিত হবে। যারা আগে কখনো এমন কথা শোনেনি, হাজারে হাজারে মানুষ শুনবে। আশ্চর্য হয়ে তারা এই সাক্ষ্য শোনে যে বাবিলনই সেই গির্জা, যে তার ভুল ও পাপের কারণে, এবং স্বর্গ থেকে তাকে পাঠানো সত্যকে প্রত্যাখ্যান করার কারণে, পতিত হয়েছে। লোকেরা যখন আগ্রহভরে ‘এগুলো কি সত্য?’ প্রশ্ন নিয়ে তাদের পূর্বতন শিক্ষকদের কাছে যায়, তখন ধর্মযাজকরা তাদের ভয়কে প্রশমিত করতে এবং জাগ্রত বিবেককে স্তিমিত করতে কল্পকথা উপস্থাপন করে, মধুর কথা বলে ভবিষ্যদ্বাণী করে। কিন্তু অনেকেই মানুষের নিছক কর্তৃত্বে সন্তুষ্ট হতে অস্বীকার করে এবং এক সরল ‘প্রভু এইরূপ বলছেন’ দাবি করে, তখন জনপ্রিয় যাজকগণ, প্রাচীন ফারিসিদের মতো, তাদের কর্তৃত্ব প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ায় ক্রোধে পূর্ণ হয়ে, বার্তাটিকে শয়তানের বলে নিন্দা করবে এবং পাপপ্রিয় জনসমষ্টিকে উস্কে দেবে যাতে তারা এটি ঘোষণা করা লোকদের গালি দিয়ে ও অত্যাচার করে।

যেহেতু বিতর্ক নতুন ক্ষেত্রে বিস্তৃত হয় এবং মানুষের মন ঈশ্বরের পদদলিত আইনের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়, শয়তান তৎপর হয়ে ওঠে। বার্তার সঙ্গে যে শক্তি থাকবে, তা কেবল তার বিরোধীদের উন্মত্ত করে তুলবে। যাজকেরা আলোকে আড়াল করে রাখতে—যাতে তা তাদের মণ্ডলীর ওপর না পড়ে—প্রায় অতিমানবীয় প্রচেষ্টা চালাবে। তাদের হাতে থাকা সব উপায়ে তারা এসব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের আলোচনা দমন করার চেষ্টা করবে। গির্জা নাগরিক ক্ষমতার শক্ত বাহুর কাছে আরজি জানায়, এবং এই কাজে পাপিস্ট ও প্রোটেস্ট্যান্টরা একত্রিত হয়। রবিবার পালনের বাধ্যবাধকতার আন্দোলন যত সাহসী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়, ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনকারীদের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ করা হবে। তাদের জরিমানা ও কারাবাসের হুমকি দেওয়া হবে, এবং কিছুজনকে প্রভাবশালী পদ, অন্যান্য পুরস্কার ও সুবিধা প্রস্তাব করা হবে—তাদের বিশ্বাস পরিত্যাগ করানোর প্রলোভন হিসেবে। কিন্তু তাদের অটল জবাব: ‘ঈশ্বরের বাক্য থেকে আমাদের ভুল দেখিয়ে দিন’—অনুরূপ পরিস্থিতিতে লুথার যে একই আবেদন করেছিলেন। যারা আদালতের সামনে হাজির হয়, তারা সত্যের পক্ষে জোরালো যুক্তি পেশ করে, এবং যারা তাদের কথা শোনে তাদের মধ্যে কেউ কেউ ঈশ্বরের সব আজ্ঞা পালন করার পক্ষে অবস্থান নিতে উদ্বুদ্ধ হয়। এভাবে হাজারো মানুষের সামনে আলো পৌঁছে যাবে, যারা অন্যথায় এসব সত্য সম্পর্কে কিছুই জানত না। The Great Controversy, 605, 606.